



207225 - যাকাতুল ফতির (ফতিরা) সম্পর্কে তার একাধিক প্রশ্ন

প্রশ্ন

আমি বিবাহিত। আমার একজন বাচ্চা আছে। আমার স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। আমার মা মৃত। আমার বাবার কোন আর্থিক রোজগার নাই। আমি নিম্নোক্ত প্রশ্নের জবাব পতে চাই। ১। যে পরিমাণ যাকাতুল ফতির আদায় করা আমার উপর ওয়াজবি। উল্লেখ্য, ব্যাংকে আমার প্রায় ১৫০০ দিনার রয়েছে। ২। আমি যা কছির মালিকি; যমেন- গাড়ী, বাসার আসবাবপত্র, আমার স্ত্রীর স্বর্ণ, আমার বাবা ভাইদেরকে বলছেন যে, ফ্ল্যাটের অর্ধেক আমার নামে লিখে দেন; সে সবের বিপরীতেও কি যাকাতুল ফতির পরিশোধ করব? ৩। কাদরে কাদরে পক্ষ থেকে যাকাতুল ফতির পরিশোধ করব? আমি কি আমার বাবার যাকাতুল ফতিরও পরিশোধ করব? ৪। যাকাতুল ফতির কারা পাওয়া ওয়াজবি? আমি কি অন্য দেশে অবস্থানরত আমার পরিবারকে যাকাতুল ফতির পরিশোধ করতে পারব; যাদের অবস্থা সংকটপূর্ণ। ৫। যাকাতুল ফতির কি অর্থের পরিবর্তে অন্য কছির হতে পারে। খাওয়ার উপযুক্ত একটি পশু দিয়ে পরিবর্তন করে সে পশু তাদের মাঝে বণ্টন করলে? ৬। ঈদে দুই সপ্তাহ আগে কি আমি যাকাতুল ফতির আদায় করে দিতে পারি; যাতে করে তাদের জন্য সহযোগিতা হয়। ৭। যাকাতুল ফতির এর পরিমাণ কত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

প্রথমতই জানে রাখা উচিত: 'যাকাতুল ফতির' (ফতিরা) যা রমযান মাসের শেষে দিতে হয় আর 'সম্পদে যাকাত' এ দুটোর মাঝে পার্থক্য আছে। ফতিরা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয: এক 'স্বা' করে তাদের পক্ষ থেকে পরিশোধ করা যাদের খরচ বহন করা তার উপর আবশ্যিক; যদি সটো নজিরে ও পোষ্যদের ঈদে দিনি ও রাতের খাদ্যের অতিরিক্ত হিসাবে তার কাছে থাকে।

ফতিরা ওয়াজবি হওয়ার জন্য সম্পদে নরিদ্বিষ্ট নসোব শর্ত নয়, বছর পূর্তি শর্ত নয়, যাকাতের ক্ষেত্রে আরও যে সব শর্ত প্রযোজ্য সেগুলোও শর্ত নয়।

ফতিরার সাথে ব্যক্তি যা কছির মালিকি যমেন- অর্থকড়ি, স্থাবর সম্পত্তি বা গাড়ী এগুলোর কোন সম্পর্ক নাই। কেননা ফতিরা ব্যক্তি নজিরে পক্ষ থেকে ও যাদের পোষণ করা আবশ্যিক তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে থাকে।



আরও জানতে দেখুন: [12459](#) নং ও [49632](#) নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

প্রশ্নে উদ্ধৃত তথ্যানুযায়ী আপনার উপর আবশ্যক হল: আপনার নজিরে, আপনার স্ত্রীর, আপনার শশুর এবং আপনার পতির ফতিরা আদায় করা; যদি আপনার পতির এমন কোন সম্পদ না থাকে যমেনটি প্রশ্নে উদ্ধৃত হয়েছে।

আর গরুভস্থতি সন্তানরে ফতিরা পরিশোধ করা ইজমা অনুযায়ী ওয়াজবি নয়। কিন্তু আপনি যদি তার পক্ষ থেকেও পরিশোধ করেন তাতে কোন অসুবিধা নাই। ফতিরার বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে দেখুন: [146240](#) নং, [124965](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তনি:

ফতিরার ক্ষত্রে ওয়াজবি হল: যটো স্থানীয় লোকদরে অধিকাংশরে খাদ্য সটো দিয়ে আদায় করা।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

"সহি বুখারী ও সহি মুসলমি আবু সাইদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তনি বলেন: আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় সটো (ফতিরা) পরিশোধ করতাম এক স্বা খাদ্য, কথিবা এক স্বা খজের, কথিবা এক স্বা যব, কথিবা এক স্বা কসিমসি।

আলমেদরে একদল এ হাদিসে উদ্ধৃত খাদ্য-কে গম দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। আর অন্য একদল আলমেদরে ব্যাখ্যা হচ্ছে: কোন এলাকার মানুষ যটোক প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে; সটো গম, ভুট্টা, কাউন যাই হোক না কেন; খাদ্য দ্বারা সটোই উদ্দেশ্য। এটাই সঠিক অভিমত। কেননা ফতিরা দেওয়া হয় ধনীদরে পক্ষ থেকে গরীবদরে প্রতি সহমর্মতাস্বরূপ। তাই কোন মুসলমিরে উপর তার এলাকার খাদ্য নয় এমন কিছু দিয়ে সহমর্মী হওয়া ওয়াজবি নয়।"[সমাপ্ত]

এটাই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর মনোনীত অভিমত। শাইখ উছাইমীন ও অন্যান্য আলমেও এই অভিমতকে মনোনয়ন করছেন।

এর মাধ্যমে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলে যে, ফতিরা সাধারণ খাদ্য থেকে পরিশোধ করতে হবে; অর্থ দিয়ে নয়, যমেনটি প্রশ্নে উদ্ধৃত হয়েছে এবং অর্থেরে অন্য কোন বদলা দিয়েও নয়।

যাকাত প্রদানকারী তনি যাকাতুল ফতির আদায়কারী হন বা সম্পদরে যাকাত আদায়কারী হন, তার এ অধিকার নাই যে: তনি যভাবে ইচ্ছা সভাবে যাকাতকে বণ্টন করবেন, তনি তার যাকাতরে বদলে গরীবদরেকে কিছু কনি দিবেন; যমেন- তাদেরকে গোশত কনি দলিনে কথিবা পোশাক কনি দলিনে কথিবা অন্য কিছু কনি দলিনে।



আরও জানতে দেখুন: [22888](#) নং ও [66293](#) নং প্রশ্নোত্তর।

চার:

আপনি আপনার যাকাতুল ফতির বা সম্পদরে যাকাত আপনার নজি দেশে স্থানান্তর করে সেখানে অবস্থানরত স্বজনদেরকে দিতে কোন অসুবিধা নেই; যদি তারা এমন অভাবী হয় যা ফতিরা স্থানান্তররে দাবী রাখে। স্থানান্তররে বিষয়টি সে সব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আরও বেশী তাগদিপূর্ণ হয় যারা এমন কোন দেশে চাকুরী করেন যে দেশে অধিকাংশ মানুষ সচ্ছল ও ধনী; পক্ষান্তরে তাদের নজিদের দেশে মানুষ দরিদ্র ও কৃষাঙ্গরস্ত। বিশেষতঃ তাদের অনেকে যে দেশে চাকুরী করেন সেই দেশে কারা যাকাত পাওয়ার হকদার তাদের ব্যাপারে জানার চেষ্টে নজি দেশে গরীবদের ব্যাপারে ভাল জানেন।

এ বিষয়টি আরও বেশী তাগদিপূর্ণ হবে; যদি তিনি যে দেশে চাকুরী করেন সেই দেশ থেকে তার যাকাতটা স্থানান্তর করে নজি দেশে অবস্থানরত নিকটাত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করা হয়।

আরও জানতে দেখুন: [81122](#) নং ও [43146](#) নং প্রশ্নোত্তর।

পাঁচ:

রমযানের সর্বশেষ দিনে সূর্য ডোবার মাধ্যমে ফতিরা ওয়াজবি হয় এবং ঈদরে নামাযে যাওয়ার আগে পরশোধ করা ওয়াজবি। প্রয়োজন সাপেক্ষে ঈদরে একদিন বা দুইদিন আগে পরশোধ করাও জাযযে।

অতএব, ঈদরে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বা এ পরিমাণ অন্য কোন সময়ে আগে পরশোধ করা জাযযে হবে না।

কিন্তু, আপনি যদি আশংকা করেন যে, অর্থটা পৌঁছতে ঈদরে সময়ে চেষ্টে বলিম্ব হয়ে যাবে; সক্ষেত্রে আপনি যথেষ্ট সময় আগে এমনকি রমযানের আগাই অর্থটা পাঠিয়ে দিতে পারেন এবং নরিভরযোগ্য একজনকে দায়িত্ব দিতে পারেন যিনি আপনার ফতিরাটা কনি রাখবেন। কিন্তু পরশোধ করবনে নরিধারতি সময়ে মধ্যযে।

আরও জানতে দেখুন: [81164](#) নং, [27016](#) নং ও [7175](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আর সম্পদরে যাকাত: যমেনটি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এটি রমযানের সাথে বা অন্য কোন মাসের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং যখনই সম্পদ নসোব পরিমাণ হবে এবং এর বর্ষপূর্তি হবে তখনই যাকাত পরশোধ করা ওয়াজবি।

যদি বছর পূর্তি হতে কিছু সময় বাকী থাকে: এক মাস বা এক মাসের বেশী বা এক মাসের কম এবং যাকাত আদায়কারী আগাই যাকাত পরশোধ করে দিতে চান তাহলে অগ্রমি যাকাত আদায় করা জাযযে; যদি অগ্রমি আদায় করার কোন প্রয়োজন থাকে।



বিস্তারিত জানতে দেখুন: 98528 নং প্রশ্নোত্তর।

ইতিপূর্বে 145558 নং প্রশ্নোত্তরে যাকাতুল ফতির বা ফতিরা এবং সম্পদরে যাকাতের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ছয়:

অর্থের উপর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত দুটো বসিয়:

১। নসোব পরিমাণ হওয়া।

২। এই নসোবের বর্ষ পূর্তি হওয়া।

যদি কারো সম্পদ নসোবের চয়ে কম হয় তাহলে তার সম্পদে যাকাত ওয়াজবি হবে না। আর যদি কোন সম্পদ নসোব পরিমাণ হয় এবং সম্পদে পরিমাণ নসোব পরিমাণে পৌঁছার পর এক বছর পূর্ণ হয়; অর্থাৎ একটি চন্দ্র বর্ষ (হিজরী) অতিবাহিত হয় তাহলে যাকাত ওয়াজবি হবে।

নসোবের পরিমাণ হল: ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের সমমূল্য।

যে পরিমাণ সম্পদ যাকাত হিসেবে পরিশোধ করা ওয়াজবি সেটা হল: চল্লিশি ভাগের এক ভাগ (২.৫%)।

আরও বেশি জানতে দেখুন: 93251 নং ও 50801 নং প্রশ্নোত্তর।

আপনার ব্যবহারের গাড়ী ও বসত বাড়ী কোনটার উপর কোন যাকাত আসবে না। আরও জানতে দেখুন: 146692 নং প্রশ্নোত্তর।

আপনার পতি তার সম্পদে যা ইচ্ছা আপনাকে লিখে দিতে কোন অসুবিধা নাই। তবে তার যদি আপনি ছাড়া আরও সন্তান থাকে তাহলে তাদেরকে বাদ দিয়ে আপনাকে কোন কিছু দেওয়া বধি হবে না। বরং কোন কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের মাঝে সমতা বজায় রাখা তার উপর ওয়াজবি। আপনার বাবা আপনাকে যা লিখে দিচ্ছেন এটা যদি আপনার অন্য ভাইয়েরা কোনরূপ লজ্জাবোধ ও জবরদস্তি ছাড়া সন্তুষ্ট চিত্তে মনে নেয়, তাহলে যতটুকু তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মনে নেয় ততটুকু আপনার জন্য লিখে দেওয়া জায়েয হবে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।